"মিষ্টি বাচ্চারা - যোগেশ্বর বাবা এসেছেন তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাতে, এই যোগের দ্বারাই তোমরা বিকর্মাজিৎ হয়ে ভবিষ্যতের বিশ্ব মহারাজা-মহারানী তৈরী হবে"

*প্রশ্নঃ - বিকর্ম করা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য কোন্ প্রতিজ্ঞা স্মরণে রাখবে ?

*উত্তরঃ - আমার তো এক শিববাবা, দ্বিতীয় কেউ নেই। এক বাবার সাথেই সত্যিকারের আত্মিক ভালবাসা রাখতে হবে। এই প্রতিজ্ঞা স্মরণে থাকলে বিকর্ম হবে না। মায়া দেহ-অভিমানে নিয়ে এসে উল্টো কর্ম করায়। বাবা হলেন উস্তাদ, তাঁকে স্মরণ করে মায়ার সাথে যুদ্ধ করো তাহলে পরাজিত হবে না।

*প্রশ্নঃ - নিজের বাচ্চাদের প্রতি বাবা কি আশা করেন?

*উত্তরঃ - যেরকম লৌকিক বাবা চান যে আমি বাচ্চাদেরকে আমার থেকেও বেশী পড়াবো, সেইরকম অসীম জগতের বাবাও বলেন যে আমি বাচ্চাদেরকে স্বর্গের পরী বানিয়ে দেবো। বাচ্চারা যদি কেবল আমার শ্রীমতে চলে, তাহলে তারা শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে।

*গীতঃ- ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা জানে যে আমরা এখানে নতুন করে ভাগ্য বানাতে এসেছি। কার কাছে? যোগেশ্বরের কাছে, শিক্ষক রূপী ঈশ্বরের কাছে। একে বলা হয় রাজযোগ। ঈশ্বর যোগ শেখাচ্ছেন, কিরকম যোগ? হঠযোগ তো অনেক প্রকারের হয়ে থাকে। এখানে শারীরিক যোগ শেখানো হয় না। সন্ন্যাসীদের হল তত্ত্বযোগ, ব্রহ্মযোগ। ঈশ্বর তাদেরকে যোগ শেখান না। বাচ্চারা তোমরা জানো যে পরমপিতা পরমাত্মা আমাদেরকে পুনরায় কল্প পূর্বের মতো রাজযোগ শেখাচ্ছেন। সন্ন্যাসীরা এইরকম কখনও বলবে না। এই যোগ কল্প পূর্বেও শিখিয়েছিলাম আর এখনও শেখাচ্ছি। বাচ্চারা তোমরা বলতে পারো, দুনিয়ার হঠযোগীরা রাজযোগ শেখাতে পারে না। আমাদেরকে শেখাচ্ছেন শিববাবা, যাঁকে যোগেশ্বর বলা হয়। সাধারণ মানুষ ভুল করে শ্রীকৃষ্ণকে যোগেশ্বর বলে দেয়। শ্রীকৃষ্ণ হলেন সত্যযুগের প্রিন্স, সেখানে যোগের কোনও কথাই নেই। এটা খুব ভালো পয়েন্ট, বোঝানোর কায়দা শেখো। যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায়। তোমাদের সবকিছু যোগের উপর নির্ভর করছে, যত যোগে থাকবে ততই বিকর্মাজিৎ হবে। ভারতের প্রাচীন যোগ অনেক গাওয়া হয়ে থাকে। এই রাজযোগ পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া অন্য কেউ শেখাতে পারবে না, এইজন্য এঁনার নাম হল যোগেশ্বর। ঈশ্বরই রাজযোগ শেখান। কাদের জন্য রাজযোগ শেখান? ভারতকেই কি রাজত্ব প্রদান করেন? না, কেবল ভারতের কথা নয়। বাচ্চারা তোমাদেরকে সমগ্র বিশ্বের মালিক বানানোর জন্য রাজযোগ শেখাচ্ছেন। এই এইম অবজেক্ট একদম পরিস্কার। যদিও ভারতের কোনও এক খন্ডতে রাজত্ব করবে, সমগ্র বিশ্বতে তো করবে না কিন্তু বলা হয়ে থাকে বিশ্বের মালিক।

বাচ্চারা তোমরা জানো যে নতুন দুনিয়ার জন্য আমরা ভাগ্য তৈরী করে এসেছি। সমগ্র বিশ্ব নতুন হয়ে যায়। রাজধানী হল ভারত। তোমাদের নতুন বিশ্বেও রাজধানী হবে দিল্লী। তার নাম গাওয়া হয়েছে পরিস্তান। তোমরা হলে জ্ঞান পরী। জ্ঞান সাগরে ডুব দিয়ে মানুষ থেকে পরিবর্তিত হয়ে স্বর্গের পরী হয়ে যাবে। এটা হল মান সরোবর, তাই না। কথিত আছে সেখানে স্নান করলে মানুষ থেকে পরী হয়ে যায়। তোমরা এখানে এসেছো স্বর্গের পরী হওয়ার জন্য। তোমরাই রাজত্ব গ্রহণ করো। তোমাদের কাছে স্বর্ণ অলংকার ইত্যাদি অনেক থাকবে। তোমরা বলে থাকো যে আমরা রাজযোগ শিখছি, যার দ্বারা আমরা ভবিষ্যতে মহারাজা মহারাণী হবো। কিন্তু যদি আমরা শ্রীমতে চলি তবে। এইরকম ভেবো না যে প্রজাতে যারা যাবে তাদেরকেও পরী বলা হবে, না। শ্রীমতে চলে দিব্যগুণ ধারণ করতে হবে। লৌকিক বাবার বাচ্চাদের প্রতি মোহ থাকে এইজন্য বলে - আমার থেকেও বেশী লেখাপড়া শেখাবো। এই বাবাও বলেন - এদেরকে একদম স্বর্গের পরী বানিয়ে দেবো। যত যত শ্রীমতে চলবে ততই উচ্চপদ প্রাপ্ত করবে। এতে কোনও পরিশ্রম নেই। ধনী ব্যক্তিদের এই জ্ঞান শোনার সময় থাকেনা, কেবলমাত্র গরীবদেরই সময় থাকে। তোমরা যতটা সময় দিতে পারো ততটা আর অন্য কেউ দিতে পারে না, যে অধিক চিন্তা করে, সে যোগযুক্ত থাকতে পারেনা।

আজ বাবা কন্যাদেরকে জিজ্ঞেস করছেন যে তোমরা জানো কি তোমরা কার রথের সেবা করছো? যে ঘোড়ার দেখাশোনা করে সে জানে যে সে অমুক সাহেবের ঘোড়ার দেখাশোনা করছে। তোমরাও জানো যে এটা কার রথ। যদি শিববাবাকে স্মরণ করে তোমরা এই রথের সেবা করো তাহলে তোমরা অন্যদের তুলনায় ভালো পদ পেতে পারো। এটা হলো রথ, স্মরণ

তো শিববাবাকে করতে হবে। এটাও যদি স্মরণে থাকে তাহলে তোমাদের নৌকা পার হয়ে যাবে। বাবা কোথায় যাওয়ার জন্য রাজযোগ শেখাচ্ছেন? ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য আর তিনি শেখাচ্ছেন এই সঙ্গমে। শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে রাজযোগ শেখাবেন? তিনি সত্যযুগে রাজত্ব করেছিলেন, কিন্তু সেই রাজত্ব কে স্থাপন করেছে? বাবা। প্রাচীন দেবী-দেবতাদেরকে এইরকম কে বানিয়েছেন? কে রাজযোগ শিখিয়েছেন? তারা শ্রীকৃষ্ণের নাম বলে দেয়। বাবা বলছেন যে বাচ্চারা, আমি তোমাদেরকে এখন শেখাচ্ছি। তোমরা ভাগ্য তৈরী করে এসেছ, ভবিষ্যতে নতুন দুনিয়াতে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য। বাবা বলছেন যে আমাকে স্মরণ করো তো পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে, এছাড়া আর অন্য কোনও উপায় নেই। এক দিকে স্মরণ করে - হে পতিত-পাবন এসো। অন্যদিকে নদীদের বলে পতিত-পাবনী... কতো ভুল হয়ে যায়, কথাটা খুবই ছোটো কিন্তু মানুষের চোখ (জ্ঞানচক্ষু) উন্মীলন করতে হবে। বাবা যখন আসেন, এসে বোঝান যে - আমিই হলাম পতিত-পাবন। আমিই তোমাদেরকে জ্ঞান স্নান করিয়ে পবিত্র বানাই। এটা হল পতিত দুনিয়া। সন্ন্যাসীরা অনেক প্রকারের যোগ শেখায়। কিন্তু এক আমিই রাজযোগ শেখাই। পরমপিতা পরমাত্মাকেই পতিত-পাবন বলে। তাঁকে কতোইনা স্মরণ করতে হবে! তারপর আচার-আচরণও ভালো করতে হবে। আমরা ষোলো কলা সম্পূর্ণ হই। খাদ্য-পাণীয় শুদ্ধ হওয়া জরুরী। কেউ শীঘ্রই ধারণা করে ফেলে। গাওয়া হয়ে থাকে সেকেন্ডে জীবন্মুক্তি। একজন জনকের কথা থোড়াই বলা হয়েছে। একজনের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। দ্রৌপদী একজন থোড়াই হবেন, বাবা সকলের সম্ভ্রম রক্ষা করেন। স্ত্রী পুরুষ সকলকেই পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেন। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে। বাচ্চারা এই সময় তোমরা যাকিছু করছো, সেটাই ভক্তিতে স্মরণিক হয়ে যায়। শিববাবার কত বড় মন্দির আছে। যে সেবা করে তার নামও প্রখ্যাত হয়। দিলওয়ারা মন্দির হলো তোমাদের অ্যাক্যুরেট স্মরণিক। নীচে তপস্যা করছো আর উপরে রাজধানীর চিত্র আছে। এখন তোমরা বাবার সাথে যোগযুক্ত আছো, স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য। স্বর্গকেও স্মরণ করো। কেউ মারা গেলে, বলে যে স্বর্গে গেছে, কিন্তু স্বর্গ কোথায় আছে, এটা কারোর জানা নেই। বুঝতে পারে যে ভারত স্বর্গ ছিল, আবার স্বর্গ উপরে বলে দেয়। বাবা বোঝাচ্ছেন যে সেকেন্ডে জীবন্মুক্তি গাওয়া হয়ে থাকে। আবার এটাও বলে যে জ্ঞানের সাগর। জঙ্গলকে কলম বানাও, সাগরকে কালি (মসী) বানাও... তাহলেও এই জ্ঞান শেষ হবেনা, চলতেই থাকবে। তাই পরিশ্রম করতে হবে তাই না। সেকেন্ডের কথাও ঠিক আছে। বাবাকে জেনে গেছো অর্থাৎ বাবার থেকে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার জীবন্মুক্তি পেয়ে গেছো। সাথে সাথে এটাও বোঝানো হয় যে - চক্রের কিভাবে পুনরাবৃত্তি হয়, ধর্ম কিভাবে স্থাপন হয়। বোঝার জন্য অনেক কথা আছে। সাথে সাথে বাবাকেও স্মরণ করো, উত্তরাধিকারও স্মরণ করো। তোমরা স্মরণ করছো, নিশ্চিতও আছো যে - আমরা বিশ্বের রাজপদ নিচ্ছি। তাহলে ভুলে কেন যাও? বাবা বলছেন যে যত স্মরণ করবে, ততই বিকর্ম বিনাশ হবে, এতে সময় লাগে, যতক্ষণ কর্মাতীত অবস্থা হয়ে যাবে। কর্মাতীত অবস্থা হয়ে গেলে তোমরা এখানে থাকতে পারবে না। বাচ্চাদেরকে সারাবছর ধরে বোঝাতে থাকি - বিষয় তো খুবই সহজ। অল্ফ আর বে (বাবা আর রাজধানী), চক্রের রহস্যও বাবা বোঝাচ্ছেন। বুদ্ধিতে সব রহস্যের জ্ঞান আছে তাহলে অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে। সমগ্র ঝাড় বুদ্ধিতে এসে যায়। বাবার থেকে সবথেকে সহজ উপায়ে উত্তরাধিকার নিতে হবে। বলে যে - বাবা যোগ লাগেনা। মায়া বিকর্ম করিয়ে দেয়। বাবা বোঝাচ্ছেন বাচ্চারা, যদি বিকর্ম করে ফেলো তাহলে অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। মায়া দেহ অভিমানে নিয়ে এসে উল্টো পাল্টা কর্ম করিয়ে দেয়। বাবা বলছেন - বাচ্চারা, আমার হয়ে তোমরা কোনও বিকর্ম করবে না। তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছো - আমার তো এক শিববাবা, দ্বিতীয় কেউ নেই। যেমন কন্যার যখন বিবাহ হয়, তখন পতির প্রতি অনেক ভালোবাসা জন্মায়। তাহলে অসীম জগতের বাবার সাথে কতইনা ভালোবাসা হওয়া উচিত ! তোমাদের ভালোবাসা কতোই না গুপ্ত। সেটা হল শারীরিক, এটা হল আত্মিক। সেটার অভ্যাস হয়ে গেছে। এটা তোমরা বারংবার ভুলে যাও কেননা এটা হল নতুন কথা। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তোমরা হলে খুদাই খিদমতগার। তোমরা হলে আধ্যাত্মিক সেবাধারী। তোমরা যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছো। বাবা উস্তাদও আছেন। বলছেন যে মায়ার সাথে পুরোপুরি যুদ্ধ করো, তাহলে এই পাঁচ বিকার প্রবেশই করতে পারবে না। লেখে যে - বাবা এই ভূত এসে গেছে। বাবা বলছেন যে এই ভূতগুলিকে তাড়িয়ে দাও। এসব তো অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত আসবে, আরই তীব্র গতীতে মায়ার তুফান আসবে। অজ্ঞানেও যেটা আসেনি, সেটাও আসবে। তোমরা বলবে - আমরা বাণপ্রস্থে ছিলাম, কখনও চিন্তাতেও আসেনি। জ্ঞানের আসার পর কামের নেশা এসে গেলো। স্বপ্নেও আসতে থাকে, এসব কেন আসে? এটা হল ওয়ান্ডারফুল জ্ঞান। কেউ মূর্ছিত হয়ে ছেড়েও চলে যায়। বাবা বলে দিয়েছেন যে তুফান অনেক আসবে। যত শক্তিবান হবে, মায়াও ততই আক্রমন করবে, এইজন্য মহাবীর হয়ে স্থেরিয়াম থাকতে হবে। বাবার স্মরণে থাকতে হবে। কর্মেও আসবে না। কর্মে এলে বিকর্ম হয়ে যাবে। অনেক পুরুষার্থ করতে হবে, কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে। অবিনাশী সার্জেন জানেন, এই বাবাও জানেন। অনেক প্রকারের মায়ার বিঘ্ন আসে। এখানে অনেক শুদ্ধ হতে হবে। তোমরা সূর্যবংশী হতে চাও, তাহলে তার যোগ্য হতে হবে। এটা হল রাজযোগ, প্রজাযোগ নয়। তাই পুরুষার্থ করে রাজত্ব নিতে হবে। তোমরা যুক্তি দ্বারা গুপ্ত রীতিতে যেখানে খুশী যেতে পারো। বলো - আমাদের শোনাও আমরা কাকে স্মরণ করলে দুঃখ থেকে মুক্তি

পাবো? যদিও বলে যে - ভারতের প্রাচীন যোগ, সেটা কী? আপনারা আমাকে রাজযোগ শেখাতে পারবেন? যেটা শিখে আমরা রাজা হতে পারবো? এইরকম-এইরকম কথা বলে জ্ঞানে নিয়ে আসতে হবে। তোমরা এমন শক্তি দেখাও যে একটা কথাতেই তাদের বুদ্ধি ঢিলা হয়ে যায়। যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে, তখন বাবা জিজ্ঞাসা করবেন যে এইরকম সেবাধারী হয়েছো? অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। দুনিয়া এইসময় অনেক নোংরা হয়ে গেছে। এটারও এক কাহিনী আছে। কিচক নামের অসুর দ্রৌপদীর প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। এইজন্য বাবা বলেন যে অনেক সাবধানে থাকতে হবে। মূল কথা হলো রাজযোগের। যে কাউকে এটা বোঝাতে পারো যে বাবা রাজযোগ শিখিয়েছেন, নাম দিয়ে দিয়েছে বাচ্চার। দ্বিতীয় এই কথাটিও প্রমাণ করো যে গীতার ভগবান হলেন শিব, যাঁর দ্বারা স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। বোঝানোর জন্য যুক্তি চাই।

তোমাদের হল আধ্যাত্মিক সার্ভিস। তারা সমাজ সেবাও শারীরিক ভাবে করে। সেটা হল পার্থিব সমাজ। এটা হল আধ্যাত্মিক সমাজ। আত্মাদের ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়, তবেই তো বলে যে জ্ঞান অঞ্জন সদ্গুরু দিয়েছেন... এখন আত্মার জ্যোতি প্রায় নির্বাপিত হয়েছে। মানুষ মারা গেলে দীপ জ্বালিয়ে রাখে। মনে করে আত্মা অন্ধকারে চলে যাবে। অবশ্যই এখন অসীম জগতে অন্ধকার ছেয়ে গেছে। অর্ধেক কল্প জ্ঞানের ঘৃত আত্মা রূপী প্রদীপে দেওয়া হয়নি। আত্মার জ্যোতি প্রায় নির্বাপিত হয়েছে। এখন জ্ঞানের ঘৃত দেওয়ার সাথে সাথেই পুনঃ প্রকাশময় হয়ে ওঠে। এখন বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে মামেকম্ স্মরণ করো। এটা শ্রীকৃষ্ণ তো বলতে পারবে না। আমরা আত্মারা হলাম ভাই - ভাই, বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছি। আচ্ছা আমরা কতটা সময় স্মরণে থাকি - এটার চার্ট রাখা খুব ভালো। অভ্যাস করতে করতে পুনরায় সেই অবস্থা পাক্কা হয়ে যাবে। এই যুক্তিটি খুব ভালো, সেবাও করতে থাকো। চার্টও রাখো, তাহলে উন্নতি হতে থাকবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) কোনও ভূত যেন অন্তরে প্রবেশ না করে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। কখনও মায়ার তুফানে মূর্ছিত হবে না। কু-অভ্যাসগুলিকে বের করে দিতে হবে।

২) স্মরণের চার্ট রাখতে হবে, সাথে সাথে আধ্যাত্মিক সেবাধারী হয়ে আত্মাদেরকে জ্ঞানের ইঞ্জেকশন লাগাতে হবে।

বরদানঃ- যে কোনো কাজ করার সময় সর্বদা হৃদয় সিংহাসনাসীন থেকে নিশ্চিন্ত বাদশাহ ভব

যারা সর্বদা বাপদাদার হৃদয় সিংহাসনাসীন থাকে তারা নিশ্চিন্ত বাদশাহ হয়ে যায় । কেননা এই সিংহাসনের বিশেষত্ব হল, যে এই সিংহাসনে বসবে সে সব কথাতে নিশ্চিন্ত থাকবে। যেরকম আজকাল কোনো না কোনো স্থানের বিশেষ কোনো না কোনো নবীনত্ব, বিশেষত্ব থাকে, সেরকমই হৃদয় সিংহাসনাসীনের বিশেষত্ব হল কোনও চিন্তা আসবে না। এই হৃদয় সিংহাসনে বসার বরদান তোমাদের প্রাপ্ত হয়েছে, এইজন্য কোনও কাজ করার সময় সর্বদা হৃদয় সিংহাসনাসীন থাকো।

স্লোগানঃ- প্রথম নম্বর নেওয়ার জন্য স্নেহ আর সহযোগের সাথে শক্তিরূপও ধারণ করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;